Naresh Ch. Jamatia

MINISTER
Forest, Rural Development,
Election etc. Departments,
GOVERNMENT OF TRIPURA

বনমহোৎসব - ২০১৫

বিনম্র আবেদন

জৈববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বন ও বনজ সম্পদ সভ্যতার এক অপরিহার্য্য অঙ্গ । এরাজ্যের মোট ভৌগোলিক আয়তনের দুই-তৃতীয়াংশ বনবেষ্টিত । ইহা সত্য যে, মানুষের জীবন-জীবিকা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নতির অন্যতম প্রধান উৎস বনজসম্পদ । এ রাজ্যের মানুষের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মননে বৃক্ষ, বন ও বনায়ন এক উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছে । আমাদের এই ছোট ত্রিপুরা রাজ্যকে প্রকৃতি দু-হাত ভরে যে বনজসম্পদ দিয়েছে, তা সুচারুভাবে ব্যবহার করে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এক সুন্দর সবুজ শ্যামলী ত্রিপুরা উপহার দেওয়া বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্ব ।

বর্তমানে দেশের অন্যান্য প্রান্তে যখন উষ্ণতাজনিত কারনে হাজারো মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, সেখানে রাজ্যের বৃক্ষসম্ভার আমাদেরকে রক্ষা করে চলছে তার সবুজ স্নেহের আচ্ছাদনে । আবহাওয়া পরিবর্তন এবং বন ধ্বংসের মত সমস্যা সমাধানে ব্যক্তি, জাতি ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে বনদপ্তরের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বনসৃজনে ব্রতী হওয়া অত্যন্ত জরুরী । সাথে সাথে বন ধ্বংসের মত সামাজিক অপরাধকে সংঘবদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিহত করা এবং বনায়ন সম্পর্কে সচেতন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । জুম চাষের মত প্রাচীণ কৃষি পদ্ধতিকে আরও উন্নত স্থায়ী কৃষি পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করে বন ধ্বংসরোধের প্রক্রিয়া নতুন উদ্যমে শুরু হয়েছে ।

বনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং রাজ্যের সচেতন নাগরিকদের প্রকৃতিপ্রেমী করে তোলার মাধ্যম বনমহোৎসব । বনমহোৎসবের তাৎপর্য্য শুধুমাত্র বৃক্ষরোপনের দ্বারাই শেষ হয় না । বরং রোপনোত্তর পরিচর্যা এবং তার সঠিক সংরক্ষনের বিষয়ে ভবিষ্যত প্রজন্মকে আরো পরিবেশমুখী হতে সাহায্য করে ।

৬৬-তম বনমহোৎসবের প্রাক্কালে রাজ্যের প্রত্যেক নাগরিককে সবুজায়ন রক্ষা ও বৃদ্ধিতে স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহনের আহ্বান জানাই । এবারের বনমহোৎসব হোক রাজ্যকে সবুজ আভায় ঢেকে দেওয়ার উৎসব । এই উৎসবে আসুন আমরা প্রত্যেকে একটি করে গাছ দত্তক নিই ।

ধন্যবাদান্তে,

নরেশ জমাতিয়া

(নরেশ জমাতিয়া)
বনমন্ত্রী,
ত্রিপুরা সরকার